দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিশুদের উপর বাড়তি বইয়ের চাপ কার স্বার্থে

কোনো অবস্থাতেই শিশুদের উপর অতিরিক্ত বা বাড়তি বইয়ের বোঝা চাপানো যাইবে না। এই ব্যাপারে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) নির্দেশনার পাশাপাশি আইনি বাধ্যবাধকতা তো আছেই, তদুপরি রহিয়াছে প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট নির্দেশও। কিন্তু কিছুতেই যেন কাজ হইতেছে না। এনসিটিবি-নির্ধারিত জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসারে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৩টি (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত) এবং তৃতীয় হইতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এই তিনটিসহ সর্বোচ্চ ৬টি বই রাখার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। ইহার ব্যত্যয় ঘটিলে এনসিটিবি আইন ১৯৮৩ অনুযায়ী জেল-জরিমানারও বিধান রহিয়াছে। কিন্তু তাহার কোনো প্রভাব কিংবা প্রতিফলন দেখা যাইতেছে না বাস্তবে। অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য যে, কোনো কোনো বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ৮টি পর্যন্ত বাড়তি বই চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে। সেই সাথে চলিতেছে নূতন নূতন বই চাপাইবার পাঁয়তারাও। ভুক্তভোগীদের মতে, বাধ্যতামূলকভাবে বাড়তি বই চাপাইয়া দেওয়ার এই প্রবণতা চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, রংপুর ও খুলনাসহ প্রায় প্রতিটি বড় শহরের নামি স্কুলগুলিতে বিস্তৃত হইলেও রাজধানীতেই ইহার দাপট অত্যধিক। এনসিটিবির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলিয়াছেন যে, ইহা বেআইনি। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হুমায়ুন খালিদের অভিমতও ভিন্ন নহে। সঙ্গত কারণেই যেই প্রশ্নটি অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইল, কর্তৃপক্ষের নাকের ডগায় দিনের পর দিন এই বেআইনি কর্মটি চলিতেছে কীভাবে?

এনসিটিবির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অবশ্য বলিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরকে তিনি চিঠি দিয়াছেন। আর সংশ্লিষ্ট সচিব বলিয়াছেন যে, এই বিষয়ে অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। কিন্তু যেইসব শিশুরা অননুমোদিত এইসব বাড়তি বইয়ের চাপে ইতোমধ্যেই মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং যেইসব অভিভাবকের পকেট হইতে সুকৌশলে হাতাইয়া লওয়া হইয়াছে হাজার হাজার টাকা— তাহারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই ধরনের আশ্বাসবাক্যে কতখানি সন্তুষ্ট হইবেন বা সান্ত্বনা খুঁজিয়া পাইবেন তাহা বলা মুশকিল। যত অজুহাতই দেখানো হউক না কেন, বাড়তি বইয়ের আসল প্রণোদনা যে বাণিজ্য আর সেই বাণিজ্যের শিকড় যে বহুদূর বিস্তৃত— তাহা বুঝিবার জন্য সমুদ্রমন্থন করিবার প্রয়োজন পড়ে না। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও জানেন। এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তা গণমাধ্যমের নিকট খোলাখুলি অভিযোগ করিয়াছেন যে নির্দিষ্ট প্রকাশক ও দোকানের সহিত যোগসাজশ করিয়া এইসব বাড়তি বই শিক্ষার্থীদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। বিনিময়ে কতিপয় শিক্ষক আর্থিক সুবিধা পান। শিক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া মহলবিশেষের অসাধু বাণিজ্যের জাল যে কতদূর বিস্তৃত এবং কত বিচিত্র তাহার কলাকৌশল—ইহা যথাযথভাবে জনসমক্ষে উন্মোচিত করা হইলে জাতি যুগপৎ শিহরিত ও আতঙ্কিত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আর এই বাণিজ্যের অসহায় শিকারে পরিণত হইতেছে লক্ষ লক্ষ শিশু শিক্ষার্থী এবং তাহাদের অনন্যোপায় অভিভাবকবৃন্দ।

এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে কঠোর হইতে হইবে। শুধু বিবৃতি বা চিঠি চালাচালিতে কাজ হইবে না। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। আর যদি আইনের ফাঁকফোকর থাকে তাহা বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে অনতিবিলম্বে। আমরাই জোর গলায় বলিয়া থাকি যে শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। অথচ তাহাদের লইয়াই চলিতেছে ছিনিমিনি খেলা। আত্মঘাতী এই খেলা অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে।